Sanatan Dharma

গ্রহদোষ আসলে কী ????

গ্রহদোষ মানে কোনো অভিশাপ নয়। এটা আসলে একটা অসমতা। কোনো শক্তি বেশি, কোনো শক্তি কম।
কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, একটা পাথর কি মানুষের চরিত্র বদলাতে পারে? অভ্যাস বদলাতে পারে? কর্মফল বদলাতে পারে?

জ্যোতিষির গভীরে গেলে উত্তরটা একটু অন্যরকম।
কোন গ্রহের জন্য সাধারণত কোন রত্ন বলা হয়-
1. সূর্য – মানিক2. চন্দ্র – মুক্তা
3. মঙ্গল – লাল প্রবাল
4. বুধ – পান্না
5. বৃহস্পতি – পুখরাজ
6. শুক্র – হীরা / সাদা পুখরাজ
8. শনি – নীলম
9. রাহু – গোমেদে
10. কেতু – লহসুনিয়া (ক্যাটস আই)

গভীর সত্য'

Published on: Feb, 24 2026 17:42

অনেক সময় রত্ন দরকার হয়। কিন্তু অনেক সময় রত্ন ছাড়াও গ্রহ শান্ত হয়। গ্রহ শক্তির প্রতীক। আপনার আচরণ, আপনার কর্ম, আপনার শৃঙ্খলাই আসল রত্ন। রত্ন হলো বাহ্যিক সহায়তা।
কিন্তু অন্তরের সংশোধন- সেটাই স্থায়ী সমাধান।

তাহলে কী করবেন-
- আগে সঠিক বিশ্লেষণ
- তারপর সিদ্ধান্ত
- অন্ধভাবে রত্ন নয়
- সচেতনভাবে প্রতিকার

কারণ ভুল প্রতিকার---> সমস্যাও বাড়ে।
ভুল উপায়ে প্রতিকারের চেষ্টা করলে দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিভ্রংশ, উদ্বেগ বা হতাশার মতো জটিলতা দিন দিন বাড়তে পারে ।

জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ভুল প্রতিকার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে কারণ ভুল রত্ন বা আংটি ভুল আঙুলে ধারণ করলে গ্রহের নেতিবাচক প্রভাব উল্টে যেতে পারে, যা বাস্তু বা ব্যক্তিগত জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করে । সঠিক জন্মছক বিশ্লেষণ না করে বা অপরিপক্ক জ্যোতিষীর পরামর্শে প্রতিকার নিলে সুফলের বদলে সমস্যা যেমন ছিল তেমনই থেকে যেতে পারে বা পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে ।

তাই, ভুল প্রতিকার ধারণ করলে তা উপকার না করে উল্টে সমস্যা বৃদ্ধির কারণ হতে পারে ।

অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সঠিক কারণ নির্ণয় করাই হলো এই সমস্যা সমাধানের মূল চাবিকাঠি।